দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

অনুবাদ
শায়খ মাহমুদুল হাসান

]

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

দারিদ্র্য সমস্যা ও মানুষের বিভিন্ন মতবাদ	**১৭**
সন্ন্যাসবাদ	১৭
অদৃষ্টবাদ	১৮
ব্যক্তিগত অনুদানবাদ	১৯
পুঁজিবাদ	১৯
মার্কসবাদ	২১
দরিদ্রতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	**২৩**
ক. ইসলাম সন্ন্যাসবাদের বিরোধী	২৩
আকিদার জন্য এক হুমকি	২৪
চরিত্র ও নৈতিকতার জন্য হুমকি	২৬
সুস্থ ও সূক্ষ্মচিন্তার জন্য এক বিরাট হুমকি	২৭
পরিবারের জন্য হুমকি	২৭
সমাজ ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি	৩০
খ. ইসলাম অদৃষ্টবাদের বিপক্ষে	৩১
আল্লাহর বণ্টনের ব্যাপারে ‘কানায়াত’ বা সন্তুষ্টির অর্থ	৩২
গ. ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে দান-সাদাকা নির্ভরতার বিরোধী	৩৮
ইসলাম পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী	৪০
ঙ. ইসলাম মার্কসবাদকে প্রত্যাখ্যান করে	৪৩
দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামি উপায়	**৪৯**
প্রথম উপায় : শ্রম	**৫০**
শ্রমের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি	৫০
সারকথা	৬৫
দ্বিতীয় উপায় : দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বাবধান	**৬৭**
দরিদ্র আত্মীয়ের ভরণপোষণ	৬৯
নিকটাত্মীয়ের ভরণপোষণের ব্যাপারে নবিজির রায়	৭১
নবিজির রায় ও কুরআনের বিধান	৭৩
উমর ও জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর সিদ্ধান্ত	৭৪
প্রখ্যাত ইমামদের ঐকমত্য	৭৫
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাজহাব	৭৫
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মাজহাব	৭৬

আত্মীয়ের ভরণপোষণ বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তসমূহ ৭৭
ভরণপোষণ বলতে কী বোঝায় ৭৮
আত্মীয়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ইসলামের বৈশিষ্ট্য ৮০
তৃতীয় উপায় : জাকাত ৮১
জাকাত কেন ফরজ হলো ৮১
দারিদ্র্য দূরীকরণের শক্তিশালী উৎস ৮২
জাকাতুল ফিতর ৮৩
ফিতরার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৩
ইসলামে জাকাতের গুরুত্ব ৮৫
জাকাত সুনির্দিষ্ট হক ৯৪
জাকাত প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ১০০
পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ১০০
সুন্নাহর আলোকে ১০১
সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ১০৩
সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কারণ ১০৮
জাকাতের কোষাগার ১০৫
জাকাতবিষয়ক বিশেষ বিভাগ ১০৬
কর, খাজনা ও জিজিয়ার কোষাগার ১০৬
গনিমত ও ভূ-অভ্যন্তরে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের কোষাগার ১০৬
মালিকবিহীন সম্পত্তির কোষাগার ১০৬
দরিদ্র ও নিঃস্ব কে ১০৭
ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত অভাবগ্রস্তদের জাকাত ১০৯
উপার্জনক্ষম সবলের জন্য জাকাত নেই ১১১
ইবাদতে নিমগ্ন ব্যক্তি জাকাত গ্রহণ করতে পারবে না ১১৩
ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত লোক জাকাত গ্রহণ করতে পারে ১১৩
ফকির-মিসকিনকে কী পরিমাণ জাকাত দেওয়া হবে ১১৩
প্রথম মাজহাব ১১৪
ইমাম নববি (রহ.)-এর বক্তব্য ১১৪
দ্বিতীয় মাজহাব ১১৬
বিয়েও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত ১১৭
বই মৌলিক প্রয়োজনভুক্ত ১১৮
কোন মাজহাব অধিক যুক্তিসংগত ১২০
মানসম্মত জীবন ১২০
স্থায়ী ও নিয়মিত ভাতা ১২২
জাকাতের অর্থ বণ্টনে ইসলামের নীতি ১২৪

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সামাজিক গ্যারান্টি ১২৭
চতুর্থ উপায় : রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধান ১৩০
পঞ্চম উপায় : জাকাত ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক খাত ১৩৮
প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ১৩৮
ঈদুল আজহার কুরবানি ১৪০
শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ ১৪০
'জেহারের' কাফফারা ১৪১
অভাবীদের প্রয়োজন পূরণে ব্যবস্থা ১৪৩
আল্লামা ইবনে হাজম (রহ.)-এর অভিমত ১৪৯
কুরআন থেকে দলিল ১৪৯
সুন্নাহ থেকে দলিল ১৫০
সাহাবি-তাবেয়িগণের বক্তব্য ১৫১
ষষ্ঠ উপায় : ঐচ্ছিক দান ১৫৩
জনকল্যাণধর্মী ওয়াকফ ১৬০
রেকর্ডপত্রের ভাষ্য ১৬১
নির্যাস ১৬৩
ব্যক্তিপর্যায় ১৬৩
সামাজিক পর্যায় ১৬৩
রাষ্ট্রীয় পর্যায় ১৬৪
দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামি সমাজব্যবস্থার অপরিহার্যতা ১৬৫
সমাধান নেই জোড়াতালিতে ১৬৬
জাকাতের পরিমাণ নগণ্য হওয়ার কারণ ১৬৮
ইসলামি অর্থব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধি করে, হ্রাস ঘটায় দারিদ্র্যের সংখ্যা ১৬৯
ইসলামি জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য ১৭০
দারিদ্র্যের সামাজিক মর্যাদা ১৭২
দরিদ্র জনগণ ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো শ্রেণি নয় ১৭৩
দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় ১৭৫

দারিদ্র্য সমস্যা ও মানুষের বিভিন্ন মতবাদ

প্রাচীনকাল থেকে দারিদ্র্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ চালু আছে। এই অধ্যায়ে আমরা প্রচলিত প্রধান কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

সন্ন্যাসবাদ

সন্ন্যাসবাদীদের অর্থাৎ কথিত অধ্যাত্মবাদী এবং একশ্রেণির দরবেশের ধারণা হলো, দারিদ্র্য এমন কোনো মন্দ কিছু নয় যে, যা থেকে মুক্তি কামনা করতে হবে। আবার তা এমন কোনো সমস্যা নয়, যার সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি। তাদের মতে, দারিদ্র্য হলো আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা ও নিয়ামত। তিনি তাঁর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তা এজন্যই দান করেন, যেন তাদের অন্তর আখিরাতের প্রতি যথাযথভাবে আকৃষ্ট থাকে। তারা যেন দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। আর মানুষের প্রতি থাকেন দয়াবান। পক্ষান্তরে বিত্ত-ভৈবব মানুষকে করে অবাধ্য, বিলাসী ও আত্মম্ভরি।

সন্ন্যাসবাদীদের অনেকে বলেন, এ জগৎ হলো বিশেষ এক হাঙ্গামা, ফ্যাসাদ। পৃথিবীটাই একটা বিপদ, একটি যন্ত্রণা। পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার চেয়ে এর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা কল্যাণের দাবি। অন্ততপক্ষে এ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানের সময়সীমাকে সংকুচিত করাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। এ কারণে বুদ্ধিমানদের উচিত উন্নত জীবনের উপকরণ বর্জন করে জীবনধারণের ন্যূনতম উপায় গ্রহণ করা।

অনেক পৌত্তলিক ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মাবলম্বী রয়েছে, যারা দারিদ্র্যের পবিত্রতায় বিশ্বাসী। কারণ, দারিদ্র্য হলো দেহকে সাজা দেওয়ার একটি উপায়। আর দেহকে শাস্তি দেওয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ পন্থা। বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সাধুবাদ, পারস্য ম্যানিচিজম, খ্রিষ্ট সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদির প্রভাবে কিছু কিছু মুসলিম সুফিবাদীর মধ্যেও এ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর তা মূল ইসলামি সংস্কৃতির সাথে মিশে তার স্বচ্ছতাকে ঘোলাটে করেছে।

আমার মনে পড়ছে, কোনো এক বইতে একটি বাণী পড়েছি। এই বাণী নিয়ে তাদের ধারণা হলো, এটি পূর্বে অবতীর্ণ কোনো ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃত হয়েছে। বাণীটি হলো—'যখন দেখবে দারিদ্র্য এগিয়ে আসছে, তখন বলবে, সৎ মানুষের বন্ধু তোমাকে স্বাগত। আর যখন দেখবে বিত্ত এগিয়ে আসছে বলবে, পাপের অগ্রীম শাস্তি হাজির হচ্ছে।' এই সমস্ত মানুষ, যারা দারিদ্র্য সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে, তাদের কাছে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান চাওয়া বৃথা। কারণ, তারা দারিদ্র্যকে সমস্যাই মনে করে না।

অদৃষ্টবাদ

দারিদ্র্যের প্রতি এ শ্রেণির মানুষদের ধারণা সন্ন্যাসবাদীদের মতো নয়। তারা দারিদ্র্যকে সমস্যা ও বিপদ মনে করে। তবে তাদের ধারণা হলো, দারিদ্র্য নিয়তির খেলা। এর কোনো ওষুধ নেই, চিকিৎসা নেই। দরিদ্রের দারিদ্র্য এবং ধনীর ধন মহান আল্লাহ ইচ্ছারই প্রতিফলন। তিনি সকল

মানুষকে বিত্তশালী করতে পারেন; আবার সকলকে ধনকুবের কারুনের মতো বিশাল ধনভান্ডারের অধিকারী বানাতে পারেন। কিন্তু তিনি এক শ্রেণিকে অপর শ্রেণির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি কারও জন্য রিজিককে সচ্ছল-সহজ করে দেন, আবার কারও জন্য করে দেন সংকুচিত। কেউ তাঁর বণ্টন প্রক্রিয়াকে কোনোভাবেই ব্যাহত করতে পারবে না। পারবে না তাঁর হুকুমকে টলাতে। অদৃষ্টবাদীরা এ ধরনের অনেক হক কথা উচ্চারণ করে তাদের বাতিল ধারণাকে শক্তিশালী করার প্রয়াস পায়।

এই শ্রেণির মানুষদের কাছে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান একটিই। তা হলো, দরিদ্রদের বলা হবে—নিয়তিকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নাও, বিপদে ধৈর্য ধরো, অল্পে তুষ্ট হও। অল্পে তুষ্টি হলো এমন এক খনি, যার শেষ নেই; এমন সম্পদ, যার নেই কোনো উপসংহার। তাদের মতে, যেকোনো অবস্থায় বাস্তবকে মেনে নেওয়া হলো অল্পে তুষ্টির (কানায়াত) সংজ্ঞা।

ধনীদের আড়ম্বরতা ও বিলাসিতার ব্যাপারে অদৃষ্টবাদীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাই ধনীদের প্রতি তাদের কোনো উপদেশও নেই। তাদের উপদেশ একমাত্র দরিদ্রদের প্রতি। দরিদ্রদের প্রতি তাদের উপদেশ হলো—'এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহর বণ্টন। কাজেই তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। এরচেয়ে বেশি কিছু চেয়ো না এবং এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোরও চেষ্টা করো না।'

ব্যক্তিগত অনুদানবাদ

দ্বিতীয় শ্রেণির মতো এ শ্রেণি দরিদ্রতাকে অশুভ ও বিপদ মনে করে। তারা মনে করে এটি একটি সমস্যা। এর সমাধান দরকার। তবে দ্বিতীয় শ্রেণির মতো এদের সমাধান ফকিরদের অল্পে তুষ্টি ও ধৈর্যধারণের উপদেশদানের মধ্যে সীমিত নয়। এই শ্রেণি মানুষেরা দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে আরেক ধাপ অগ্রসরমান। তারা ধনীদের দান ও সাদাকা করার উপদেশ দেয়। যারা দান-সাদাকা করে, তাদের সুপরিণতির সুসংবাদ শোনায়। তারা কখনো কখনো দরিদ্রদের প্রতি কঠোর ব্যক্তিদের অশুভ পরিণতি এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা বলে হুঁশিয়ার করে। তবে এদের কাছে বঞ্চিত মানুষের জন্য ধনীদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ পাওনা নেই। ধনীরা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে তাদের কোনো শাস্তিরও ব্যবস্থা নেই। নেই দরিদ্র মানুষের হক আদায়ের কোনো নিশ্চয়তা বিধান। তাদের সমাধান পুরোটাই নির্ভর করে সৎ ও বিশ্বাসী মানুষের হৃদয় ও বিবেকের ওপর, যারা পরকালীন পুণ্য চায়, শাস্তিকে ভয় পায়। তারা এতটুকু বলে—পরকালের প্রতিদান তারাই পাবে, যারা দান-খয়রাত করবে, আর পরজীবনে শাস্তি তারাই পাবে, যারা কৃপণতা করবে, দান হতে বিরত থাকবে।

এ রকম ধারণা ইসলামের আগের ধর্মগুলোর। ব্যক্তিগত দান ও স্বেচ্ছা সাদাকার ওপর তাদের সমাধান নির্ভরশীল। সন্ন্যাসবাদ ও অদৃষ্টবাদ অনেক ধর্মগুরু ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মাঝে বিরাজমান ছিল, সে ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মধ্যযুগে ইউরোপে এ ধারণাই ছিল সম্প্রসারণশীল। বিত্তবানদের সম্পদে দরিদ্রদের কোনো বিশেষ অংশ ছিল না। সৎ ব্যক্তিরা যা অনুগ্রহ করে দিত, তাতেই তাদের তুষ্ট থাকতে হতো।

পুঁজিবাদ

চতুর্থ এই শ্রেণির কাছে দারিদ্র্য হলো জীবনের একটি সমস্যা। তবে এর জন্য দায়ী দরিদ্র ব্যক্তি নিজেই বা তার ভাগ্য বা নিয়তি অথবা অন্যকিছু। কিন্তু কোনোক্রমেই দেশ, জাতি বা ধনীরা এর জন্য দায়ী নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তার কাজকর্ম ও ধনসম্পদের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন।

এ শ্রেণির গুরু হলো কারুন। সে ছিল মুসা (আ.)-এর গোত্রভুক্ত। তবে সে তাঁর অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ তাকে এতই সম্পদ দিয়েছিলেন যে, তার চাবিগুলো বহন করা শক্তিশালী একদল শ্রমিকের জন্য ছিল কষ্টসাধ্য। তার জাতি যখন তাকে উপদেশ দিয়ে বলল—

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

'আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তার ভেতর দিয়ে পরজীবনের কল্যাণ খুঁজে নাও, তোমার পার্থিব জীবনের অংশের কথা ভুলো না। আল্লাহ তোমাকে যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও সেভাবে অনুগ্রহ করো আর পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না।'[১]

কুরআনের ভাষায় কারুনের গর্বিত প্রত্যুত্তর ছিল এরূপ—

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ

'আমার জ্ঞানের কারণেই আমি এ সম্পদ পেয়েছি!'[২]

কারুনের মতবাদে বিশ্বাসীরাও মনে করে, তারা যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে, তা একমাত্র তাদের মেধার বলেই সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে আর কেউ তার শরিক নয়। কাজেই সম্পদের ব্যাপারে একমাত্র অধিকার শুধু তারই। সে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে। কারও কিছু বলার থাকবে না। সে দয়াপরবশ হয়ে দরিদ্রকে কিছু দান করলে তা হবে তার একান্ত অনুগ্রহ।

এই শ্রেণির মানুষদের মত হলো, সমাজের দায়িত্ব সকলকে উপার্জনের সুযোগ দেওয়া। যারা উপার্জন থেকে পিছিয়ে পড়বে, তাদের ব্যাপারে সমাজের কিছু করার নেই। ধনীরাও তাদের ব্যয় বহনে বাধ্য নয়। হ্যাঁ, দয়া-দাক্ষিণ্য করতে পারে। পৃথিবীতে প্রশংসা কুড়ানোর জন্য বা যারা পরকালে বিশ্বাসী, তারা পরকালে প্রতিদান পাওয়ার আশায় এই দয়া দেখাতে পারে। এই ধারণাটি হলো পুঁজিবাদী ধারণা, যা আধুনিক কালের সূচনাতে ইউরোপে প্রবল পরাক্রমে ছিল।

যে সমাজের এই অবস্থা, এ দর্শন সে সমাজে দুঃখী-দরিদ্রদের অবস্থা হৃদয়হীনদের পাল্লায় পড়া এতিম-অনাথদের অবস্থার চেয়েও শোচনীয় হতে বাধ্য। তাদের চাওয়ার মতো কোনো অধিকার নেই, জীবনযাপনের জন্য কোনো আশ্রয় নেই। এ কারণে পুঁজিবাদ তার যৌবনে পরম নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার কলঙ্কের কালিমালিপ্ত ছিল। পুঁজিবাদ ছোটোদের প্রতি দয়া করেনি, নারীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেনি, দুর্বলদের প্রতি দেখায়নি মহানুভবতা, ফকির-দরিদ্রের প্রতি তাকায়নি দয়ার দৃষ্টিতে। বাধ্য হয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারখানায় দৌড়েছে। অতি অল্পমূল্যে শ্রম দিয়েছে।

---

[১] সূরা কাসাস : ৭৭

[২] সূরা কাসাস : ৭৮

না হলে সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাকা তাদের পিষে ফেলবে। সমাজ নামক জঙ্গলের পাষাণ হায়েনারা তাদের পদদলিত করে বসবে।

এ নিষ্ঠুর ধনতন্ত্র বিভিন্ন পরিস্থিতি, যুদ্ধ, সংগ্রাম ও বিশ্বের নানা দেশে সমাজতন্ত্রের উত্থানের ফলে নিজের অবস্থানকে কিছুটা শুধরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। দুঃখী, দরিদ্র ও অভাবীর অধিকারের কথা কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছে। পুঁজিবাদের এ শুভ মানসিকতা রাষ্ট্র ও আইন প্রণয়নের ফলে ধীরে ধীরে উন্নত হতে চলেছে। একপর্যায়ে সামাজিক বিমা ও সামাজিক গ্যারান্টির নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। বীমার নিয়ম হলো, নাগরিক তার উপার্জন থেকে একটি অংশ জমা দেবে, বিনিময়ে তার সাময়িক বা স্থায়ী কর্মক্ষমতার সময় নিরাপত্তা ভোগ করবে। এ হিসেবে সীমিত আয়ের মানুষ বিপুল আয়ের মানুষের তুলনায় কম নিরাপত্তা পাবে। অথচ তারাই বেশি নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী।

গ্যারান্টির নিয়ম হলো, নাগরিক কোনো অর্থ জমা দেওয়া ছাড়াই রাষ্ট্র তার সাধারণ বাজেট থেকে কর্মক্ষম ও অভাবীদের সাহায্য করবে।

মার্কসবাদ

অপর এক শ্রেণি বলে, ধনীদের তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং ধনী শ্রেণির মূলোৎপাটন ছাড়া দারিদ্র্যের দূরীকরণ ও দরিদ্রের প্রতি ইনসাফ হতে পারে না। এজন্য সমাজের অন্যান্য শ্রেণিকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে হবে। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে হিংসা-বিদ্বেষ। বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংঘর্ষের আগুনকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তাহলে পরিশেষে বিজয়ী হবে সংখ্যাগুরু শ্রেণিই। আর সে শ্রেণি হলো সাধারণ শোষিত শ্রেণি। তাদের ভাষায় তারা হলো প্রলেতারিয়ান (Proletarian)।

এ শ্রেণি শুধু ধনীদের উৎখাত ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে তা-ই নয়; বরং ব্যক্তিমালিকানার ধারণার বিরুদ্ধেও ছিল তাদের জঙ্গি লড়াই। তাদের মতে, কোনো মানুষ কোনো কিছুর মালিক হতে পারবে না; তার উৎস যা-ই হোক। বিশেষত ভূমি, শিল্পকারখানা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উৎপাদনসামগ্রী।

এ শ্রেণি হলো সাম্যবাদী ও বিপ্লবী সমাজবাদী। কট্টর ও মধ্যমপন্থি সমাজবাদীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও মূল এ ধারণাতে তারা এক ও অভিন্ন; যদিও তা বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে তারা বিভিন্ন মতাবলম্বী। কেউ কেউ সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক উপায়ের পক্ষে। আবার কেউ কেউ বিপ্লবের পক্ষে। জর্জ বর্জান এবং পিয়ার র‍্যাম্বার তাদের যৌথ রচনা *এটাই সমাজতন্ত্র*-তে বলেছেন—'তারা কেউ কেউ বলে, সমাজতন্ত্র মানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির সম্মান। অন্যরা উত্তরে বলে—না, সমাজতন্ত্র মানে জনগণকে উৎপাদনসামগ্রীর মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণির ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো।'

আমরা এ বিষয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে যেতে চাই না। এটি নতুন কোনে বিষয় নয়। বিষয়টি সম্পর্কে ম্যাক্সিম লোরো তার *ফরাসি সমাজতন্ত্রে অসেনানিরা* বইতে লিখেছেন—'প্রুঁধো ও সারন স্যামনের সমাজতন্ত্র বলাঙ্কি সমাজ থেকে স্বতন্ত্র। এসব সমাজতান্ত্রিক ধারণা লুয়াইস ব্লান, কারি কোরিয়ার ও ব্যাকোরের চিন্তাধারার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আপনি এসব দল-উপদলের মাঝে দেখতে

পাবেন তীব্র তিক্ত দ্বন্দ্ব। তবে এসব সমাজবাদ একই সুতায় গাঁথা। সকলের উদ্দেশ্য অভিন্ন, তা হলো—সমাজের সকল অত্যাচার-নির্যাতনের উৎস ব্যক্তিমালিকানাকে উচ্ছেদ করা।'[৩]

বিপ্লবের সমাজতন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসপন্থি সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। উভয় মতবাদে জীবন ও মানুষের বিষয়টি বস্তুবাদী মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত—ধর্মকে ঘৃণা করে। সমাজ থেকে ধর্মকে উচ্ছেদ করতে চায়। ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। এ মতবাদ দুটোর অবস্থান গোঁড়ামি ও রক্তাক্ত দাঙ্গার ওপর। তারা শক্তি দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ভাঙচুর করতে চায়।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আনান বলেন—'সাম্যবাদের লক্ষ্য ঠিক তা-ই, যা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। খাঁটি সমাজবাদ পরিশেষে গিয়ে সাম্যবাদে মিলিত হয়। বিপ্লবী সমাজবাদ হুবহু সাম্যবাদ। বিস্তারিত কাঠামো এবং কিছু পদক্ষেপে অতি সামান্য পার্থক্য ছাড়া আর সবই এক। মধ্যমপন্থি সমাজবাদের মতো সাম্যবাদ কোনো সমঝোতা বা শান্তিপূর্ণ পন্থার সাথে পরিচিত নয়।

সাম্যবাদ নিজের লক্ষ্য হাসিলে একমাত্র বিপ্লবী উপায়ের ওপর নির্ভরশীল, অন্য কোনো উপায় নয়।[৪]

---

[৩] অনুবাদক : মুহাম্মাদ ইতানি, *হাজিহি হিয়াল ইশতিরাকিয়া* : ১৩

[৪] *আল মাজাহিবুল ইজতিমাইয়াতুল হাদিসা*

দরিদ্রতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম সন্ন্যাসবাদের বিরোধী

দারিদ্র্যের ব্যাপারে প্রথম শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি এবং সচ্ছল জীবনযাপনের ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক মনোভাবকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। মুসলমান সুফিবাদী; যারা পারস্য ম্যানিচিজম, ভারতীয় সাধুবাদ, খ্রিষ্ট সন্ন্যাসবাদ এবং এ জাতীয় অন্য গোঁড়া সম্প্রদায় থেকে এ ধারণা গ্রহণ করেছে, তারাও ইসলাম কর্তৃক অস্বীকৃত। পবিত্র কুরআনের কোনো একটি আয়াতে কিংবা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো একটি বিশুদ্ধ বাণীতে দারিদ্র্যের গুণগান করা হয়নি। যেসব হাদিসে দুনিয়া হতে বিমুখ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ দরিদ্রতার প্রশংসা করা নয়। কারণ, দুনিয়াবিমুখ হতে হলে দুনিয়া তার কাছে থাকতে হবে।

প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ হলো, যে অর্থের মালিক হয়েও অর্থকে হাতে স্থান দিয়েছে, অন্তরে স্থান দেয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে ধনসম্পদ আল্লাহর একটি নিয়ামত, একটি অনুগ্রহ। ইসলাম এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বলে। আর দারিদ্র্য হলো ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সমস্যা, একটি বিপদ। ইসলাম মানুষকে দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাওয়ার কথা শেখায় এবং দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করে। এখানে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-কে ধনসম্পদ দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বলেন—

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى-

'তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর ধনী ও অভাবমুক্ত করেছেন।'[৫]

পবিত্র কুরআনে মহান প্রভু সম্পদকে মুমিনের ইবাদতের অগ্রিম ফলাফল হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেন—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا-

'অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দেবেন। তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দেবেন। তোমাদের জন্য উদ্যান রচনা করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।'[৬]

---

[৫] সূরা দোহা : ৮

[৬] সূরা নুহ : ১০-১২

মহানবি (সা.) বলেছেন—'সৎ মানুষের সৎ সম্পদ কতই-না উৎকৃষ্ট!'[৭]

আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধের কারাবন্দি সম্পর্কে তাঁর রাসূলকে বলেছেন—

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ -

'হে নবি! তাদের বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দি হয়ে আছে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদের তার থেকে বহুগুণ বেশি দান করবেন, যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময় নেওয়া হয়েছে।'[৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা লোকসান হওয়া মালের বিনিময় দেওয়াকে অন্তরে কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তার প্রতিদান সাব্যস্ত করেছেন।

হাদিসের আলোকে দারিদ্র্য হলো জঘন্য এক আপদ, যার কুপ্রভাব ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ-জাতি, ঈমান-আকিদা, নীতি-চরিত্র, চিন্তা ও সংস্কৃতির ওপর পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব।

আকিদার জন্য এক হুমকি

ধর্মীয় আকিদার জন্য দরিদ্রতা একটি বড়ো ধরনের হুমকি; বিশেষত সীমাহীন প্রাচুর্যের পাশে কঠিন দরিদ্রতা, তার ওপর যদি দরিদ্র লোকটি হয় খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মানুষ, আর বিলাসী ধনীটি হয় কর্মহীন বসে খাওয়া মানুষ, তখন দারিদ্র্য আকিদা-বিশ্বাসের জন্য তা বিরাট ঝাঁকুনি হতে পারে। দারিদ্র্য তখন বিশ্বাসীকে আল্লাহ কর্তৃক বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ এবং বিধান ও রিজিক বণ্টনব্যবস্থার ভারসাম্য ও সুষ্ঠুতা সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতে পারে।

এ বিষয়টি প্রাচীনকালের এক কবিকে বলতে বাধ্য করেছে—

'অনেক জ্ঞানী রিজিকের সন্ধানে ছোটাছুটি করে হয়ে পড়েছে দুর্বল।
আর অনেক মূর্খকে তুমি পাবে সচ্ছল।
এ ব্যাপারটি মানুষের বিবেককে রেখেছে উদ্‌বিগ্ন করে।
সুপণ্ডিত জ্ঞানীকে করে ফেলেছে ধর্মদ্রোহীতে।'

দরিদ্রতা যদি এত দূর বিভ্রান্তিতে নাও নিয়ে যায়, বিশ্বাসীকে অন্তত অদৃষ্টবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। কবি যেমন বলেছেন—'রিজিক বৃষ্টির পানির মতো, মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়। একজন পানিতে ডুবে আছে, আরেকজন বৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। শক্তিমান লোক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার চেষ্টা কিছুমাত্র ফল দিচ্ছে না। অন্যদিকে দুর্বল, হীন ব্যক্তি টইটম্বুর হয়ে আছে।'

---

[৭] এ হাদিস ইমাম আহমাদ (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এবং ইমাম তাবরানি তাঁর *আল কাবির* ও *আল আওসাত* গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তথ্যটি হাফেজ ইরাকির *তাখরিজু আহাদিসুল ইহইয়া* থেকে সংগৃহীত।

[৮] সূরা আনফাল : ৭০

সুষ্ঠু বণ্টনের অভাব থেকে সৃষ্ট দরিদ্রতার কারণে বিশ্বাসের এ ভ্রান্তি অনেক বুজুর্গকে বলতে বাধ্য করেছে—

'দরিদ্রতা কোনো দেশের দিকে যখন রওনা হয়
কুফরি বলে ভাই, আমাকেও সাথে নিয়ে যাও।'

জুননুন মিসরি (রহ.) বলেছেন—'ধৈর্যহীন অভাবী মানুষ সবচেয়ে বড়ো কাফির হয়। মানুষের মধ্যে ধৈর্যশীল খুব কমই আছে।'

মহানবি (সা.) থেকে বর্ণিত আছে—'দরিদ্রতা কুফরিতে পরিণত হতে পারে।'[৯]

এর কারণে তিনি কুফরের পাশাপাশি দরিদ্রতার কুপ্রভাব থেকে পানাহ চেয়ে দুআ করেছেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ -

'হে আল্লাহ! আমি কুফর ও দরিদ্রতা থেকে পানাহ চাই।'[১০]

অন্য এক দুআয় তিনি বলেছেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفِقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اَنْ اُظْلَمَ -

'হে আল্লাহ! আমি দরিদ্রতা, স্বল্পতা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি চাই। আমি মুক্তি চাই অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।'[১১]

চরিত্র ও নৈতিকতার জন্য হুমকি

দরিদ্রতা ঈমান ও বিশ্বাসের জন্য যেমন হুমকি, চরিত্র ও নৈতিকতার জন্য তার চেয়ে কম হুমকি নয়। দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ পেটের জ্বালায় এমন কাজ করতে বাধ্য হয়, যা সম্পূর্ণ সুস্থ চরিত্র ও নীতিবিবর্জিত। বিশেষত দরিদ্র লোকের প্রতিবেশীরা যখন হয় লোভী, বিলাসী। এ কারণে জনশ্রুতি রয়েছে—'বিবেকের ডাকের চেয়ে পেটের ডাকের শক্তি বেশি।'

এরচেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হলো, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা মানুষকে চারিত্রিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মাপকাঠি সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে, যেমন তাকে সন্দিহান করে তোলে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে।

মহানবি (সা.) চরিত্রের ওপর দারিদ্র্যের কঠোর প্রভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেছেন—'দান যতক্ষণ তা দান থাকে গ্রহণ করো। যখন তা ধর্মের ব্যাপারে ঘুসে পরিণত হয়, তা গ্রহণ করো না। তবে তোমরা তা বর্জন করতে পারবে না, দারিদ্র্য ও অভাব তোমাদের বিরত হতে দেবে না।'[১২]

---

[৯] আবু নাইম তাঁর *আল হিলিয়া* গ্রন্থে আনাস (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইরাকি বলেছেন, এ হাদিস ইমাম বায়হাকি তাঁর *শুআব* গ্রন্থে এবং তাবরানি তাঁর *আল আওসাত* গ্রন্থে দুর্বল হসনদে বর্ণনা করেছেন।

[১০] ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও অন্যান্য ইমাম এ হাদিস বর্ননা করেছেন।

[১১] আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম (রহ.) বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি (রহ.) তাঁর *জামিউস সগির* কিতাবে হাদিসটি 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন।

[১২] আবু নুয়াইম, *আল হিলিয়্যা*; *তাবরানি*

ঋণীর ওপর ঋণের প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'যে লোক ঋণ গ্রহণ করে, সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তা ভঙ্গ করে।'[১৩]

ভালো ও মন্দের সাথে ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন—'এক লোক রাতে সাদাকা করেছিল। ঘটনাক্রমে সেই সাদাকা চোরকে দেওয়া হয়েছিল। সকালে মানুষ এটি নিয়ে বলাবলি শুরু করল। দ্বিতীয়বার সে সাদাকা করল। এবার তা ভুলবশত পতিতার হাতে দেওয়া হয়েছিল। সকালে মানুষ তা নিয়ে কানাঘুষা শুরু করল। বেশ বিষণ্ন হলো লোকটি। রাতে এক লোক তাকে স্বপ্নে বলল, চোর তোমার সাদাকা পেয়ে হয়তো চুরি ছেড়ে দেবে। পতিতা তোমার সাদাকা পেয়ে হয়তো পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করবে।[১৪] হাদিসের এ ঘটনা থেকে চুরি ও পতিতাবৃত্তি পরিত্যাগে অর্থের প্রভাবের কথা প্রতীয়মান হয়।[১৫]

সুস্থ ও সূক্ষ্ম চিন্তার জন্য এক বিরাট হুমকি

দরিদ্র্যের কুপ্রভাব শুধু চরিত্র ও অধ্যাত্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের সুস্থ চিন্তার ক্ষেত্রেও তা বিস্তৃত। যে দরিদ্র ব্যক্তি নিজের পরিবারের ও সন্তান-সন্ততির ন্যূনতম জীবনোপকরণের অধিকারী নয়, সে কী করে সূক্ষ্ম চিন্তা করবে। বিশেষত যখন দেখবে, তার আশপাশের ঘরগুলো যখন নানা বিলাসী দ্রব্যে ভরপুর, প্রতিবেশীদের আলমারিগুলো স্বর্ণালংকারে বোঝাই।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-কে একদিন গৃহপরিচারিকা তাঁর পড়ার ঘরে এসে জানাল—'রুটি বানানোর মতো আটা নেই।' জবাবে তিনি বললেন—'হায়, আমার মাথা থেকে তুমি ফিকহের ৪০টি মাসয়ালা উধাও করে দিলে!'

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন—'যার ঘরে আটা নেই, তার কাছে পরামর্শ চেয়ো না।' এই উক্তির কারণ হলো, যার ঘরে আটা নেই অর্থাৎ খাবার নেই, তার ভাবনা থাকবে এলোমেলো, তার অন্তর থাকবে অগোছালো। কাজেই তার মতামত সুস্থ চিন্তাপ্রসূত স্বাভাবিক হবে না। মনোবিজ্ঞানের বক্তব্যও এমনটাই— তীব্র মানসিক চাপ সুস্থ অনুভূতি, সুস্থ ও সূক্ষ্ম চিন্তার ওপর প্রভাব ফেলে। এ কারণে হাদিসে এসেছে—'রাগান্বিত অবস্থায় বিচারপতি তার রায় বিরত থাকবেন।' ফকিহগণ রাগের পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্ষুধা, পিপাসা ও অন্যান্য প্রভাব বিস্তারকারী উপসর্গকেও এর সঙ্গে যোগ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কবি বলেন—'যখন মানুষের সম্পদ হ্রাস পায় তার মর্যাদাও হ্রাস পায়, আসমান-জমিন তার জন্য সংকুচিত হয়ে যায়। সে বিবেকবান হলেও তখন বুঝে উঠতে পারে না, তার পেছন তার জন্য ভালো নাকি সম্মুখ?

পরিবারের জন্য হুমকি

দরিদ্রতা পরিবারের জন্য কয়েক দিক থেকেই হুমকি। পরিবার গঠন, পরিবারকে স্থায়ীকরণ ও পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটি একটি জঘন্য অন্তরায়। পরিবার গঠনেও

---

[১৩] সহিহ বুখারি

[১৪] ইমাম বুখারি; *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১/২৮

[১৫] শাইখ গাজালি, *আল ইসলাম ওয়াল আওজাউল ইকতিসাদিয়া* গ্রন্থের হাল্লুন লি রাজাইলি আসবাবিন ইকতিসাদিয়্যা পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সবচেয়ে বড়ো বাধা। মোহর, খোরপোশ ইত্যাদি আদায়ে অক্ষমতার কারণে বহু যুবক বিবাহের চিন্তা হতে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। এমন যুবকদের কুরআন অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ ও সংযমী হতে উপদেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ-

'যারা বিবাহে সক্ষম নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন।'[১৬]

আমরা দেখি, অনেক যুবতি এবং তাদের অভিভাবকরা পাত্রের অবস্থা অসচ্ছল হলে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা প্রকাশ করে। এটি পুরাতন একটি সামাজিক ব্যাধি। কুরআন এ ব্যাধি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে এবং অভিভাবকদের পাত্র নির্বাচনে কেবল অর্থ নয়, সততার প্রতিও লক্ষ রাখতে উপদেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

'তোমাদের মধ্যে হতে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ করিয়ে দাও এবং দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[১৭]

পরিবারকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সময় দরিদ্রতার চাপ চারিত্রিক মূল্যবোধের ওপর প্রাধান্য পেয়ে যায়। স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কখনো স্ত্রীর অনাগ্রহ সত্ত্বেও দরিদ্রতা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। ইসলামি আইনেও বিষয়টির ব্যাপারে প্রণীত বিধান রয়েছে। স্বামী খোরপোশ দিতে অপারগ হলে স্ত্রীকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারক স্ত্রীকে স্বামী থেকে তালাক নিয়ে দিতে পারেন। ফিকহের সূত্র—'নিজের বা অপরের ক্ষতির সুযোগ নেই'-এর ভিত্তিতে এ আইন প্রণীত।

পরিবারের সদস্যদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনেক সময় দরিদ্রতা বিরূপ প্রভাব ফেলে। কখনো দয়া ও ভালোবাসার অটুট বন্ধনকে করে দেয় ছিন্নভিন্ন। পবিত্র কুরআন একটি ভয়াবহ ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। অতীতে বহু পিতা প্রচণ্ড দরিদ্রতার চাপে কিংবা এর সম্ভাব্যতার ভয়ে নিজের কলিজার টুকরো সন্তানকে হত্যা করেছিল। এ জঘন্য অপরাধ মানবতার ললাটকে করেছিল কালিমালিপ্ত। নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বকে করেছিল বিধ্বস্ত। পবিত্র কুরআন কঠোর ভাষায় এর প্রতি নিন্দা জানিয়েছে এবং এ অপরাধ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ-

'দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না। তোমাদের ও তাদের আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি।'[১৮]

---

[১৬] সূরা নুর : ৩৩

[১৭] সূরা নুর : ৩২

অন্যত্র তিনি বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا -

'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আমি তাদের ও তোমাদের রিজিক দিয়ে থাকি। তাদের হত্যা করা নিশ্চয়ই জঘন্য অপরাধ।'[১৯]

দুটি আয়াতে শব্দের সামান্য তারতম্য রয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে— 'দারিদ্র্যের কারণে', অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—'দারিদ্র্যের ভয়ে'। প্রথমটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, বাস্তবে দারিদ্র্য ছিল—যার ফলে তারা সন্তানদের বধ করত। দ্বিতীয়টি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, বাস্তবে দারিদ্র্যের কারণে হোক বা ভবিতব্য দারিদ্র্যের কারণে হোক সন্তান হত্যা করা ছিল জঘন্য পাপ। রাসূল (সা.) তাই শিরকের পরেই এ পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—'সবচেয়ে বড়ো পাপ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা; যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে খাবে—এ ভয়ে সন্তান হত্যা করা।'[২০]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, মানুষের ওপর অর্থনীতির প্রভাব ইসলাম স্বীকার করে। এর প্রভাব কখনো কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে পিতৃত্বের অনুভূতি ও অন্যান্য স্বভাবজাত আবেগের ওপরও চড়াও হতে পারে। তবে এ ধরনের অস্বাভাবিক লোক মারফত প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষকে মূল্যায়ন করা যাবে না।

শুধু অর্থনীতি নয়, অন্যান্য প্রভাবও মানুষের জীবনাচারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানসিক, সামাজিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় প্রভাবও প্রত্যেক মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।' এখানে কেবল এতটুকুর ব্যাপারে আলোচনা স্পষ্ট করা হলো যে, পূর্বেকার সময়ে বহু মানুষ দরিদ্রতার চাপে নিজের সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

সমাজ ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি

দরিদ্রতার সবচেয়ে ভয়ানক দিক হলো, তা সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বড়ো ধরনের হুমকি। আবু জর (রা.) বলেছিলেন—'আমি খুবই অবাক হই, একজন লোক তার গৃহে দিনের খাবার নেই, তবুও সে কেন তলোয়ার উঁচু করে মানুষকে তাড়া করে না?'

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উপার্জন স্বল্পতার কারণে সৃষ্ট দরিদ্রতার ব্যাপারে মানুষ ধৈর্যধারণ করতে পারে। কিন্তু সম্পদ বণ্টনে দুর্নীতি, মানুষের ওপর মানুষের অন্যায় কর্তৃত্ব ও জনগণের পয়সায় কিছু মানুষের বিলাসিতার ফলে সৃষ্ট দরিদ্রতা মানুষের হৃদয়-মনকে বিদ্রোহী করে তোলে, সৃষ্টি করে নানা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মানুষের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সেতুকে ঝাঁকুনি দেয় তীব্রভাবে।

সমাজে যতদিন থাকবে প্রাসাদ ও জীর্ণ কুটির, ভিলা ও কুঁড়েঘর; ততদিন হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। যে আগুনের লেলিহান শিখা ছারখার করে দিতে পারে সমাজ ও

---

[১৮] সূরা আনআম : ১৫১

[১৯] সূরা বনি ইসরাইল : ৩১

[২০] সহিহ বুখারি ও মুসলিম

জীবনের সমস্ত কিছু। তা ছাড়া এইসব বৈষম্য থেকেই বঞ্চিত ও নিঃস্ব মানুষের মনে নানা ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা তৈরি হয়।

দরিদ্রতা জাতির স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার জন্য হুমকিস্বরূপ। অভাবী নাগরিকের মনে দেশরক্ষার কোনো স্পৃহাই আন্দোলিত করবে না। তার জাতির ইজ্জত রক্ষার কোনো ভাবনাই তাকে তাড়িত করবে না। কারণ, তার দেশ তার ক্ষুধার জ্বালা নেভাতে পারেনি, তাকে ত্রাস থেকে নিরাপত্তা দেয়নি। তার জাতি তাকে বঞ্চনার গহিন কূপ থেকে উদ্ধারের জন্য সাহায্যের হাত এগিয়ে দেয়নি। যে দেশ তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, তার থেকে বিমুখ হয়েছে, স্বভাবতই দেশের জন্য রক্ত দিতে সে কৃপণতা করবে। দেশরক্ষার দায়িত্ব তার, ভোগ করার সুযোগ অন্যদের, এ কেমন ইনসাফ! কবি বলেন— 'যখন বিপদ এসে সামনে দাঁড়ায়, ডাক পড়ে আমার। আর যখন হালুয়া তৈরি হয়, তখন ডাকা হয় অন্যদের।'

এ ছাড়াও সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য দারিদ্র্য অনেকটা দায়ী। অভাবের কারণে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও বাসস্থান গ্রহণে মানুষ বাধ্য হয়। ফলে সুস্থ স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে। দরিদ্রতার কারণে মানসিক অশান্তি, হইচই, ঝগড়াঝাঁটি বাড়ে। অনুরূপ অর্থনীতি ও উৎপাদনের জন্যও তা ক্ষতিকর।

ইসলাম অদৃষ্টবাদের বিপক্ষে

দারিদ্র্যকে পবিত্র মনে করা, বস্তু হতে বঞ্চনা ও শরীরকেই শাস্তিদান; এই ক্ষেত্রে প্রথম দল অর্থাৎ—সন্ন্যাসবাদের ধারণাকে ইসলাম যেমন প্রত্যাখ্যান করে, অদৃষ্টবাদী ধারণাকেও অস্বীকার করে। অদৃষ্টবাদীদের ধারণা—দারিদ্র্য ও বিত্তবান একটি অপরিবর্তনযোগ্য ব্যাপার, অনড় নিয়তি। কারও পক্ষে তা পরিবর্তন সম্ভব নয়। ধনীর ধন ও দরিদ্রের দারিদ্র্য আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন। আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এর পরিবর্তন ও পাল্টানোর চেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয়। এ জড় চিন্তাধারা ভঙ্গুর ও জালিম সমাজব্যবস্থার সংস্কার এবং কাঙ্ক্ষিত সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড়ো এক অন্তরায়।

মানুষকে অভাব ও দারিদ্র্যের ঘানি থেকে মুক্তিদান; ব্যক্তির সুন্দর-স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণ যেহেতু ইসলামিক মিশনের অন্যতম কর্মসূচি, তাই স্বভাবতই ইসলাম অদৃষ্টবাদী বিভ্রান্ত ধারণা, যা প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মন-মগজকে ঘেরাও করার প্রয়াসে লিপ্ত—এর কঠিন বিরোধিতা করে থাকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, চতুর ধনিকশ্রেণি কুটিলভাবে এ ধারণার প্রসার চালিয়ে যাচ্ছে। তা মেনেও নিচ্ছে নির্বোধ দরিদ্ররা। আর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা দায়িত্বের অবহেলায় গা এলিয়ে দিয়েছে সম্মুখ স্রোতে।

কুরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখনও সমাজে এ ধারণা বিরাজমান। তাই কুরআন সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদকে তাঁর বান্দাদের মাঝে বিতরণ করার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের সম্পদ থেকে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত মানুষের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। যখন তারা এ ব্যাপারে ভাগ্য ও নিয়তির অজুহাত খাড়া করল, কুরআন তাদের

ধারণাকে নাকচ করে দেয় এবং তা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ-

'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন কাফিররা মুমিনদের বলে, ইচ্ছা করলে আল্লাহ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ!'[২১]

তারা বলত, আল্লাহ গরিব-দুঃখীদের খাওয়াতে চাইলে আকাশ থেকে তাদের জন্য রুটিরুজি, ঘি, মধু পাঠাতেন। তিনি তাদের খাওয়াতে চান না বলে এসব পাঠান না। আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে এ ধরনের মনগড়া অন্ধ বক্তব্যের চেয়ে বড়ো নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে? তারা যদি বিবেক দিয়ে বিষয়টি ভেবে দেখত, তবে বুঝত যে, আল্লাহ মানুষকে মানুষের মাধ্যমে জীবনোপকরণ দান করেন। সামর্থ্যবান যখন অসামর্থ্যবানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় তা করে থাকে।

ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশনা হলো—জগতের সকল সমস্যার সমাধান তিনি এবং তাঁর কাছেই। তাঁর কাছেই রয়েছে সকল রোগের চিকিৎসা, যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন। রোগ যেমন নিয়তি, চিকিৎসাও নিয়তি। সত্যিকার বিশ্বাসী ব্যক্তি এক নিয়তির মাধ্যমে অন্যটিকে অবদমন করে। যেমন : ক্ষুধার নিয়তি খাদ্য দিয়ে, তৃষ্ণার নিয়তি পানি দিয়ে। উমর (রা.) যখন মহামারিকবলিত একটি সিরিয়ান অঞ্চল থেকে দলবলসহ ফিরে এলেন, তখন কেউ একজন তাকে বলল—'আমিরুল মুমিনিন! এ কি নিয়তি থেকে পালানোর চেষ্টা?' জবাবে তিনি বললেন— 'হ্যাঁ, আল্লাহর নির্ধারিত এক নিয়তি থেকে অন্য নিয়তির দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।'

এর পূর্বে মহানবি (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'ওষুধপথ্যের ব্যবহার কি আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যকে টলাতে পারে?' তিনি বললেন—'ওষুধপথ্যের ব্যবহারই নিয়তি।'[২২]

সুতরাং দারিদ্র্য যদি একটি রোগ হয়, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য চিকিৎসা রেখেছেন। আর দারিদ্র্য যদি নিয়তি হয়, তার প্রতিরোধ করা এবং তার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি অর্জন করাও নিয়তি।

আল্লাহর বণ্টনের ব্যাপারে 'কানায়াত' বা সন্তুষ্টির অর্থ

অসংখ্য হাদিসে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা নিয়ে কানায়াত বা সন্তুষ্ট থাকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, দারিদ্র্যে আক্রান্তরা তাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার জীবনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে; হালাল উপার্জন, সুন্দর জীবন ও সচল জীবিকার জন্য চেষ্টা-তদবির না করে বসে থাকবে। অন্যদিকে ধনীদের বিলাসিতা ও খেলতামাশার যথেষ্ট সুযোগ করে দেবে।

---

[২১] সূরা ইয়াসিন : ৪৭

[২২] মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ

না, এর কোনোটিই কানায়াত নয়। কারণ, রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে সচ্ছলতা চেয়েছেন, চেয়েছেন ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকতে।[২৩] তাঁর সহচর ও সেবক আনাস (রা.)-এর জন্য প্রার্থনায় তিনি বলেন—'হে আল্লাহ! তাঁর সম্পদকে বৃদ্ধি করে দাও।'[২৪] তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গী আবু বকর (রা.)-এর প্রশংসা করে বলেছেন—'আবু বকরের সম্পদের মতো অন্য কারও সম্পদ আমার এমন উপকার দেয়নি।' [২৫]

তাহলে কানায়াত বা অল্পে তুষ্টির অর্থ কী? এই ক্ষেত্রে কানায়াতের দুটি অর্থ।

প্রথম অর্থ

মানুষ দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে স্বভাবজাত লোভী, কোনোভাবেই সে তৃপ্ত হতে চায় না। মহানবি (সা.) মানুষের এ লোভের কথা এভাবে চিত্রায়ণ করেছেন—'আদমসন্তানের কাছে যদি স্বর্ণের দুটি উপত্যকা থাকে, তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি পেতে চাইবে। আদমসন্তানের চক্ষু মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা যাবে না।'[২৬]

এ কারণে ইসলাম মানুষকে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা ও সুন্দর পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। এর মাধ্যমেই মূলত তার মন ও জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তার শান্তি আসবে; যা সৌভাগ্যের প্রধান শর্ত। অর্থের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে তার শরীর ও মনকে হাঁপিয়ে তুলবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন—'পবিত্র আত্মা (জিবরাইল আ.) আমার অন্তরে এ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে, কোনো প্রাণীই তার রিজিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দর পন্থায় উপার্জন করো।

কোনো মানুষকে যদি সম্পদের লোভের সামনে নতি স্বীকার করার সুযোগ দেওয়া হয়, সে নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য ভয়ানক বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে ইসলামে মানুষের বিত্তার্জনের স্বভাবজাত ঝোঁককে উন্নত মূল্যবোধ ও আদর্শের দিকে ধাবিত করে। কুরআন বলে—

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ-

'আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।'[২৭]

---

[২৩] সহিহ মুসলিম দুআটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া (খোদাভীতি), পবিত্রতা ও বিত্ত কামনা করছি।'

[২৪] সহিহ বুখারি, হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহয় উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম সুয়ুতি হাদিসটি হাসান বলেছেন।

[২৫] সহিহ বুখারি

[২৬] সহিহ বুখারি

[২৭] সূরা ত্বহা : ১৩১

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ. قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ-

'মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং খেতখামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। বলুন, আমি কি তোমাদের এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেবো?

যারা পরহেজগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত, তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।'[২৮]

এক্ষেত্রে ঈমানদারের দায়িত্ব হলো—লোভ-লালসার দৌরাত্ম্যকে ঠেকানো এবং উদরপূর্তির নেশাকে মানবমনের বিরুদ্ধে অবাধ্য হতে না দেওয়া। লোভকে যদি ঠেকানো না হয়, তাহলে তার জীবনটাই হয়ে যাবে বিষাক্ত। তখন অল্প তার জন্য যথেষ্ট হবে না। আবার প্রচুর পেয়েও সে তৃপ্ত হবে না। তার কাছে যা বিদ্যমান, তা তার লালসার আগুনকে নেভাতে পারবে না। অন্যের সম্পদের দিকে থাকবে তার শ্যেনদৃষ্টি। হালাল উপার্জন তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবে না, হারাম মালের জন্য তার লালানিঃসৃত হবে।

এ ধরনের মানুষের শান্তি-স্বস্তি কিছুই থাকে না। তাদের উদাহরণ হলো জাহান্নামের মতো। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ তার পেটে ধারণ করার পর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার পেট কি ভর্তি হয়েছে? সে বলবে, এরচেয়ে অতিরিক্ত কি নেই? ঈমান মানুষের মনকে শাশ্বত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, চিরস্থায়ী পরকালীন জীবন ও চিরঞ্জীব প্রভুর দিকে ধাবিত করে। মুমিন ব্যক্তি মনে করে, প্রকৃত ধনী অঢেল সম্পত্তি ও প্রচুর বিত্তের মাধ্যমে হওয়া যায় না। এর মূল সম্পর্ক হলো মনের সাথে। হাদিসে বলা হয়েছে—'অধিক সম্পদ সংগ্রহ সচ্ছলতা নয়, মনের প্রাচুর্যই আসল সচ্ছলতা।'[২৯]

দ্বিতীয় অর্থ

সচ্ছলতার দিক থেকে মানুষের তারতম্য মেধা, বুদ্ধি ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে তারতম্যের মতোই একটি চিরন্তন প্রাকৃতিক রীতি। জীবনপ্রবাহের স্বাভাবিকতার জন্যই এটি প্রয়োজন। এ পৃথিবীতে মানুষের যে দায়িত্ব এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালোমন্দ নির্বাচন করার যে ক্ষমতা দিয়েছেন, মানুষকে পরীক্ষার জন্য এ জগতে যে ব্যবস্থা রেখেছেন, এসবের জন্যও এ তারতম্য দরকার। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

---

[২৮] সূরা আলে ইমরান : ১৪-১৫

[২৯] সহিহ বুখারি ও মুসলিম; আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে প্রাপ্ত।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ-

'আল্লাহ জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে তোমাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'[৩০]

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا-

'নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনি তা সংকুচিত করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবহিত। সবকিছু দেখছেন।'[৩১]

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ-

'তিনি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একজনকে অন্যের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন, যেন তোমাদের যা দিয়েছেন, সে বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন।'[৩২]

মানুষের মাঝে লম্বা-খাটো, সুশ্রী-কুশ্রী, মেধাবী-মেধাহীন, দুর্বল-সবল যেমন আছে, তেমনই তাদের মধ্যে রয়েছে বিত্তবান-বিত্তহীন, ধনী-নির্ধনী ব্যক্তিও। এটি আল্লাহর সুন্নত, রীতি ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। সমাজতন্ত্রীরা মানুষের অর্থনৈতিক সকল ভেদাভেদ মুছে সাম্য প্রতিষ্ঠার গালভরা দাবি সত্ত্বেও এ নিয়ম তারা পরিবর্তন করতে পারেনি।

ইসলাম মানুষকে বাস্তববাদী হতে শেখায়। জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে বলে। মুসলমান যেন মিথ্যা প্রত্যাশার পেছনে পড়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন না করে, সেজন্যই এ শিক্ষা। ইসলাম অন্যের সম্পদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিতে বারণ করে; যেভাবে লোভ, হিংসা-বিদ্বেষভরা দৃষ্টি নিয়ে ব্যক্তি তার শত্রুর সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ, এ ধরনের পরশ্রীকাতরতা শুধু বঞ্চনার ব্যথাকেই তাজা করে। মানুষের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। এরচেয়ে বরং ভালো যে, মানুষ নিজের কাছে যা আছে সেদিকে তাকাবে। তাকাবে তার থেকেও যারা বেশি বঞ্চিত তাদের দিকে। এতে তার অন্তরে সুখের পরশ লাগবে। তার অন্তর থাকবে স্থির, প্রশান্ত। সুতরাং বান্দার পক্ষে যা পরিবর্তন করা সাধ্যাতীত, তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়াই হলো 'কানায়াত'।

মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত শরীর, বুদ্ধি, বিবেক দ্বারা শাসিত। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতায় সে বন্দি। এসব সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে তাকে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। কাজেই যা কিছু তার মতো ব্যক্তির জন্য সহজসাধ্য নয়, তা পাওয়ার আশা নিয়ে বসে থাকা উচিত না।

অন্যের নিয়ামতের দিকে ক্ষুধাতুর নেত্রে তাকিয়ে থাকাও অনুচিত। যেমন : অনুচিত অশীতিপর বৃদ্ধের টগবগে যুবকের শক্তি কামনা করা, কুশ্রী মহিলা রূপবতী মহিলার প্রাপ্তি দেখে হিংসার

---

[৩০] সূরা নাহল : ৭১

[৩১] সূরা বনি ইসরাইল : ৩০

[৩২] সূরা আনআম : ১৬৫

আগুনে বিদগ্ধ হওয়া, বেটে যুবক হ্যান্ডসাম ব্যক্তির দিকে আশাহতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, ধু-ধু প্রান্তরে বসবাসকারী গ্রাম্য লোকের পক্ষে শহুরে বিলাস জীবনের স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মহিলারা পুরুষদের মতো সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশা করেছিল। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন—

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ وَسْـَٔـلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ-

'যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেসব বিষয়ে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ এবং আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো।'[৩৩]

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অভাব-অনটন ও টানাপোড়েনের ঘটনা ঘটে, যেমন : যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোনো কারণ। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতির নানা রকম অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়। আবার প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে যেসব দেশের নাগরিকরা স্বাচ্ছন্দ্যবঞ্চিত এবং দেশত্যাগের সব পথও তাদের সামনে রুদ্ধ, সেক্ষেত্রে তাদের আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকের ওপর সন্তুষ্টি বা কানায়াত সবচেয়ে সফল প্রতিষেধক ও উত্তম চিকিৎসা।

এ ধরনের ব্যক্তি কিংবা জাতির পক্ষে বড়ো বড়ো যেকোনো আশা বড়ো মনের পরিচয় বহন করে না; অনর্থক লালসা—যার একমাত্র ফলাফল দুঃখ ও বঞ্চনা। জেনে রাখা দরকার, অতিরিক্ত জীবনোপকরণ সংগ্রহের নাম সুখ নয়, সুখের সম্পর্ক মনের সাথে। তাদের সান্ত্বনার জন্য নিম্নের মহাবাণীগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে—

'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বণ্টন করেছেন তা মেনে নাও, তাহলে তুমি হবে সেরা সচ্ছল ব্যক্তি।'[৩৪]

'সফল সে ব্যক্তি, যে ইসলামের পথ পেয়েছে এবং তার মোটামুটি রিজিকও আছে; আর তাতেই সে তৃপ্ত।'[৩৫]

যে রিজিক অল্প তবে যথেষ্ট, তা অধিক রিজিক বা বিলাসী করে তোলার চেয়ে উত্তম। কবি বলেন—'যার মন সচ্ছল, সে-ই প্রকৃত সচ্ছল; যদিও সে বস্ত্রহীন, পাদুকাবিহীন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে যা আছে, সব পেলেও তোমার যথেষ্ট হবে না; তবে তুমি যদি কানায়াত বা অল্পে তুষ্ট হও, তাহলে যৎসামান্যই যথেষ্ট।'

সুতরাং যে সম্পদ তোমার নয় বা তোমার মতো মানুষের হতে পারে না, সে সম্পদের জন্য ক্ষুধার্ত লোলুপ ও হিংসুটে না হওয়াই কানায়াত। কানায়াতের দ্বারা মানুষ পরিচ্ছন্ন জীবনের সুবাতাস উপভোগ করতে পারে, যা মুমিন ও সৎ ব্যক্তির প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন। কুরআনে তিনি বলেন—

---

[৩৩] সূরা নিসা : ৩২

[৩৪] সুনানে ইবনে মাজাহ

[৩৫] সহিহ মুসলিম, জামে আত-তিরমিজি

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً-

'যে ঈমানদার ব্যক্তি সৎকাজ করবে, হোক সে নারী কিংবা পুরুষ, তাকে আমি দান করব পরিচ্ছন্ন জীবন।'[৩৬]

'হায়াতে তায়্যিবা' বা পরিচ্ছন্ন জীবনের ব্যাখ্যা আলি ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর মতে কানায়াত বা অল্পে তুষ্টি।

ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে দান-সাদাকা নির্ভরতার বিরোধী

দারিদ্র্য সম্পর্কে তৃতীয় দলের বক্তব্যের প্রথমাংশ অর্থাৎ—ধনীদের পক্ষ হতে গরিবদের দান-সাদাকা করা, দুর্বলদের সহানুভূতি দান এবং দরিদ্রের দিকে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণের আহ্বান জানানোর ব্যাপারে ইসলাম একমত হলেও এর সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তিক স্বতঃস্ফূর্ত দানের ওপর নির্ভরতার বিরোধী। ইসলামের মতে, দুর্বল-দরিদ্রদের সমাজে ধনীদের করুণা এবং তাদের দান-সাদাকার ওপর নির্ভরশীল করে রাখা দুঃখী-অভাবীদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর।

বিশেষত সমাজের ধনী মানুষের অন্তরগুলো যখন নিষ্ঠুর হয়ে যায়, ঈমানি চেতনা লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা যখন মানুষের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে, সর্বোপরি সম্পদশালীদের কাছে যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) ও পরকালীন বিনিময়ের চেয়ে সম্পদ হয়ে যায় প্রিয়, ওই সমাজে এ প্রক্রিয়া দরিদ্রদের নিশ্চিহ্ন করারই সমার্থক। এরূপ জাহেলি সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ. وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا. وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا-

'বরং তোমরা এতিমকে সম্মান করো না, মিসকিনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না, তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেলো এবং ধনসম্পদকে প্রাণভরে ভালোবাসো।'[৩৭]

কেবল মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান-সাদাকার মাধ্যমে দরিদ্রতার মোকাবিলা করার ধারণা সম্পর্কে অধ্যাপক ডক্টর ইবরাহিম লেবান 'দরিদ্রের অধিকার' সম্পর্কিত তাঁর এক গবেষণায় বলেছেন—'দান-সাদাকা করার ধারণা সমাজে দারিদ্র্য সমস্যার মোকাবিলায় প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলোর ব্যবহৃত পুরাতন এক উপায়। ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশা প্রতিরোধে যুগ যুগ ধরে মানবতা এ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এ ধারণা উন্নত, পবিত্র। তা ছাড়া এর সুস্পষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যকে শিকড় থেকে উৎখাত করতে এবং দরিদ্র শ্রেণিকে সম্মানজনক জীবনে ফিরিয়ে নিতে পারেনি। এ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাই এর মূল কারণ।

---

[৩৬] সূরা নাহল : ৯৭

[৩৭] সূরা ফজর : ১৭-২০

সুতরাং আমাদের এ ব্যবস্থার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করা দরকার। যেন সমাজকে ক্ষুধা ও অভাবের ঝাপটা হতে মুক্ত করার জন্য ব্যর্থতার দিকগুলো থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। দৈনন্দিন জীবনে যেসব আদান-প্রদান রয়েছে, এর সাধারণত দুটি দিক। একদিক থেকে তা দায়িত্ব, অন্য দিক থেকে তা হক বা অধিকার। বেচাকেনায় 'মূল্য' আদায় ক্রেতার দায়িত্ব, বিক্রেতার হক বা অধিকার। বিক্রেতা তা চেয়ে নেবে। এ অধিকার শক্তিশালী হয় দুই কারণে। প্রথমত, এ অধিকারের পেছনে একজন দাবিদার রয়েছে, সে তা উশুল করে নেবে। কিছুতেই সে তার অধিকারকে ধ্বংস হতে কিংবা হাতছাড়া হতে দেবে না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজেই মনে করে যে, এ অধিকার প্রাপকের হাতে পৌঁছে দেওয়া তার কর্তব্য।

এখন এ কথা আমরা নিশ্চিত ও দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি—'বিনিময়' প্রক্রিয়া সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার প্রধান কারণ হলো 'দায়িত্ব'র চিন্তার অপর পাশে 'অধিকার'-এর ভাবনা বর্তমান থাকে। শুধু 'দায়িত্ববোধ'-এর দ্বারা অর্থনৈতিক বিনিময় প্রক্রিয়া পুরোপুরি সফল হতে পারে না। বিক্রেতার এ ধারণা যে, তার প্রাপ্য; 'বিনিময়' প্রক্রিয়া সফল হওয়ার প্রধান উপকরণ, এর ওপর হকদারের পাশে রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে তার হক উশুলে হস্তক্ষেপ করা এবং ক্রেতাকে তার দায়িত্বপালনে বাধ্য করাও এ প্রক্রিয়া সফল হওয়ার অন্যতম কারণ।

দান-খয়রাত সাধারণত দায়িত্ব মনে করা হয়, অধিকার মনে করা হয় না। এ কারণে যখন ধনীর সম্পদে এ ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত ছিল, দরিদ্র ব্যক্তি কখনো ভাবেনি—তার হক বা অধিকার আছে, তাকে তা উশুল করে নিতে হবে। কাজেই ধনীরা দান-খয়রাত করার ব্যাপারে অবহেলা করার সুযোগ পেয়েছে। দরিদ্রদের কোনো দাবির মুখে তারা পড়েনি। এমনকি রাষ্ট্র ধনীদের থেকে তাদের দান সংগ্রহ করে দরিদ্রদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার চিন্তাভাবনাও করেনি। দয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ করতে না পারার পেছনে অবশ্য কিছু কারণ রয়েছে।

প্রথমত, বাধ্যতার স্তর। মানুষ কখনো দয়া করাকে বাধ্যতার উচ্চ সোপানে স্থান দেয়নি। নৈতিক বা অনৈতিক বাধ্যতার বিভিন্ন স্তরের সাথে মানুষ প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। কিন্তু কখনো তাকে বাধ্যতার উঁচু স্তরে উন্নীত করেনি।

তা ছাড়া কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য যেসব শব্দের প্রয়োজন 'দয়া'র ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। রাষ্ট্র নির্দিষ্ট পরিমাণ করও সুস্পষ্ট শর্তের ভিত্তিতে আদায় করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র মানুষের দান-খয়রাত বাধ্যতামূলকভাবে উত্তোলন করতে পারে না। কারণ, দানের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও অন্যান্য শর্ত বর্ণিত নেই। কতটুকু দান করতে হবে? কাকে দান করতে হবে? কখন দান করতে হবে? কিছুই সুনির্ধারিত নয়।

তাহলে 'দান' কেবল দায়িত্ব হয়ে রইল। আর তা অধিকার হলে যে শক্তি পেত এবং তার পরিমাণ নির্ধারিত থাকলে সংগ্রহ ও বণ্টনের যে সুযোগ রাষ্ট্র পেত, তা এখন পাচ্ছে না। এখন দয়া করা ধনীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর এবং দরিদ্রের প্রতি তার দায়িত্ববোধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। কিন্তু ধনীর এ দায়িত্ববোধের ওপর এখন তার স্বভাবজাত লোভ বা মোহ উপচে উঠেছে। ফলে ধনীরা দান করা থেকে ঘুরে দাঁড়ায়। আর দরিদ্ররা দুর্ভাগ্যের গহিন কূপে অসহায়ত্বকে বরণ করে নেয়। সমাজব্যবস্থা তাদের প্রতি কোনো সহযোগিতার হাত এগিয়ে দেয় না।

সারকথা হলো, দয়ার ব্যবস্থা একটি দুর্বল ব্যবস্থা। দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার মতো শক্তি তার নেই। কারণ, একদিক থেকে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির প্রয়োজন পূরণের মতো দানের কোনো পরিমাণ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। অপরদিকে দানের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। স্থায়িত্ব ও নিয়মতান্ত্রিকতার কোনো গ্যারান্টি নেই। এ কারণে এই ব্যবস্থার ফলাফল অপ্রতুল ও অস্থায়ী। এটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব, ব্যক্তির আগ্রহ-অনাগ্রহের ওপর নির্ভরশীল; জনগণ থেকে রাষ্ট্রকর্তৃক উশুল করার এবং গরিব-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে নিয়মিত আদায়েরও কোনো ব্যবস্থা নেই। এ কারণে সমাজে এ প্রক্রিয়া ক্রমেই দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য।[৩৮]

---

[৩৮] *মাজমায়াল বুহুসিল ইসলামিয়া* : ২৪২-২৪৩